আলমডাঙ্গায় শরিফুজ্জামান শরিফের নির্বাচনী প্রচারণায় মানুষের ঢল

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া হাটুভাঙ্গা আমতৈলপাড়া ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি এলাকায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর উদ্যোগে ধানের শীষ প্রতীকের এক বিশাল র্যালি ও গনমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। র্যালিটি হাঁটুভাঙ্গা ব্রীজ পাড়া এলাকা থেকে শুরু হয়ে হাটবোয়ালিয়া বাজারসহ আশপাশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

র্যালি চলাকালে পুরো এলাকা ধানের শীষ প্রতীকের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। স্লোগানের মাধ্যমে তারা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিএনপিকে বিজয়ী করার মধ্য দিয়েই এই অঞ্চলে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

র্যালিতে বিএনপি’র অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, যুবক ও বয়স্কসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

নারী ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। পুরো আয়োজন শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

স্থানীয় নেতাকর্মীরা বলেন, এই গণজোয়ার র্যালির মাধ্যমে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে গণসংযোগ আরও জোরদার হলো।

তারা আশা প্রকাশ করেন, জনগণের এই অভূতপূর্ব সাড়া আগামী দিনে নির্বাচনী মাঠে বড় প্রভাব ফেলবে।

দামুড়হুদায় বিএনপির অবস্থান কর্মসূচিতে হাজারো মানুষের ঢল

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ২য় দিনের ন্যায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির আয়োজনে বাসস্ট্যান্ড বাজারের কৃষি ব্যাংকের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ১নং যুগ্ন আহ্বায়ক খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা, প্রধান বক্তা ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কামরুজ্জামান টুনু, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক সালমা জাহান পারুল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পলাশ মাহমুদ, তাজ উদ্দিন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব লিপু আহমেদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহবায়ক সেলিম উদ্দিন, যুবদল নেতা জহিরুল ইসলাম রিপন, ফিরোজ হাসান

মন্টু, ইজাজুল হক, শওকত আলী, মাহফুজুর রহমান জনি, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতানসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম।

ঝিনাইদহে ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় ও গ্রামীন মেলায় মানুষের ঢল

আবহমান কাল থেকে কৃষকের হালচাষের একমাত্র ভরসা ছিল গরু। আর মাঠ থেকে কৃষি পণ্য বহনের জন্য ব্যবহার করা হতো গরুর গাড়ি। কালের বির্বতনে সে সবের পরিবর্তে এখন শুরু হয়েছে যান্ত্রিক চাষাবাদ ও পরিবহন ব্যবস্থা। এখনো সেই পুরাতন ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের এই সময়ে কৃষকের গরু এবং গরুর গাড়ি নিয়ে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সাথে আয়োজন করা হয় গ্রামীন মেলার।

জোয়াল কাঁধে দেওয়ার পর কর্তার হাতের ছোঁয়ায় যেন মুহূর্তে পাল্টে যায় চরিত্র। একে অপরকে পেছনে ফেলতে ছুটতে থাকে বিদ্যুৎ গতিতে। যা দেখে উচ্ছসিত হাজার হাজার দর্শক। তেমনই এক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের বেতাই গ্রামের মাঠে ।

আজ শনিবার (২০ জানুয়ারি) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ দৌড় পতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আর এই খেলাকে কেন্দ্র করে বসে গ্রামীন মেলা। মেলায় স্থান পাই মিষ্টি, মিঠাই, মেয়েদের বিভিন্ন প্রসাধনী,

বাচ্চাদের জন্য ছিল নাগরদোলা ও চরকি খেলা।

মেলায় গিয়ে দেখা যায়, প্রত্যন্ত পল্লী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বেতাই গ্রামের মাঠ । ঘনকুয়াশা, বৈরী আবহাওয়া ও প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে আশেপাশের জেলাসহ কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে শুধুমাত্র গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী ব্যতিক্রমী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগীতা ও গ্রামীণ মেলা উপভোগ করতে। বেতাই মাঠ জুড়ে যেন উৎসবে পরিণত হয়। আমন মৌসুমের ধান কাটার পর ফাঁকা মাঠে এই গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গরুর গাড়ির এমন রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতা দেখতে আশপাশের কয়েক গ্রামের নারী, পুরুষ ও শিশুরাও অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সকাল থেকে মাঠে উপস্থিত হয়। দুর-দুরান্ত থেকেও দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন খাবারের দোকান ও শিশুদের জন্য নাগরদোলাসহ বিভিন্ন স্টল বসেছিল মাঠটিতে।

আয়োজক কমিটি সূত্রে জানাযায়, ঝিনাইদহের সদর, মহেশপুর, যশোরের চৌগাছা, এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর, আলমডাঙ্গা থেকে আগত ১১টি গরুর গাড়ীর দল এ প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ী ১ম পুরস্কার ২০ হাজার টাকা, ২য় পুরস্কার ১৫ হাজার টাকা, ৩য় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা। এছাড়াও পত্যেক অংশগ্রহণকারী দলকে সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়।

যশোর চৌগাছা থেকে গরুর গাড়ির দৌড় দেখতে আসা আলী হাসান জানান, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। আধুনিক যুগে এসে গরুর গাড়ির এমন দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে আমাদের খুব ভালো লাগছে।

ঝিনাইদহের ডাকবাংলা এলাকা থেকে খেলা দেখতে আসা রবিউল জানান, তিনি এর আগে কখনো এই খেলা দেখেননি। লোকের মুখে শুনেছেন। এজন্য পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এ ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি দৌড় খেলা দেখতে এসেছেন।

খেলাই অংশ নেওয়া হাবিবুর রহমান বলেন, এর আগেও বিভিন্ন অঞ্চলে খেলাই অংশগ্রহণ করেছি। খেলাই অংশ নিয়ে খেলা করা খুবই আনন্দের। এরকম আয়োজন বার বার হলে নতুন প্রজন্ম আমাদের গৌরবান্বিত ইতিহাস সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবে। তাই প্রতি বছর আয়োজন করা দরকার।

খেলা দেখতে আসা সেলিনা খাতুন বলেন, ১০ বছর ধরে এই খেলা দেখে আসছি। আমার এখানে বাবার বাড়ী । গরুর গাড়ি যে মানুষকেএত আনন্দ

দিতে পারে তা এখানে না এলে বোঝা যাবে না। এমন খেলা যেন প্রতিবছর হয় আমরা সেটাই চাই।

আসিয়া খাতুন জানান, তার স্বামীর বাড়ি শৈলকুপা উপজেলার ভাটই বাজারে। এখানে তার বাবার বাড়ি। প্রতিবছর খেলার সময় আসলে ভাইয়েরা ফোন করে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসে। পরিবারের সবাই মিলে খেলা দেখতে আসেন। এটা তাদের কাছে ঈদের আনন্দের চেয়েও বেশি।

খেলার আয়োজক গান্না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম বলেন, গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ধরে রাখতেই প্রতিবছর এই খেলার আয়োজন করা হয়। আগামীতে আরও বেশি উৎসব মুখোর ও বড় পরিসরে এই খেলার আয়োজন করার ইচ্ছা আছে । এই খেলার মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্য ধরে রাখতে চাই।

তিনি আরও বলেন, এবারের প্রতিযোগিতায় ঝিনাইদহ জেলা মহেশপুর উপজেলার মিরাজ হোসেনকে ১ম পুরুস্কার হিসেবে ২০ হাজার টাকা, যশোরের জোড়াদাহ থেকে আয়ুব হোসেন ২য় হওয়ায় তাকে ১৫ হাজার টাকা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর গঙ্গারামপুর মিয়ারাজ ৩য় হওয়ায় তাকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী সবাইকে শান্তনা পুরুস্কার হিসেবে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, সমাজ থেকে অন্যায়, অপরাধ ও মাদক দুর করতে হলে এ ধরনের বিনোদনের কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে যুবসমাজকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে হলে, তাদের নিয়মিত খেলার মাধ্যমে বিনোদনের মধ্যে রাখতে হবে। এছাড়াও দেশের ঐতিহ্যবাহী খেলার সাথে নতুন প্রজন্মের পরিচিতি করানোর জন্য হলেও সরকারি ভাবে এইসব আয়োজন করা উচিৎ।